"অভিনন্দন জানাও এবং বিদায় দাও"

আজ বিশ্ব কল্যাণকারী বাপদাদা বিশ্বের চারিদিকের বাচ্চাদের সামনে দেখছেন। সব বাচ্চারা নিজের স্মরণের শক্তি দ্বারা আকারী রূপে মধুবনে এসে পৌঁছেছে । প্রত্যেক বাচ্চাদের অন্তরে মিলনের শুভ সংকল্প আছে। বাপদাদা সর্ব বাচ্চাদের দেখে আনন্দিত হচ্ছেন কারণ বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চাদের বিশেষত্ব জানেন। সেই বিশেষত্বের আধারে প্রত্যেকে নিজের বিশেষ পার্ট করছে। এইটিই হল ব্রাহ্মণ আত্মাদের বা ব্রাহ্মণ পরিবারের নতুনত্ব যে এক একজন ব্রাহ্মণ আত্মা বিশেষত্বের বিহীন সাধারন নয়। সব ব্রাহ্মণরাই হল অলৌকিক জন্মধারী , অলৌকিক তাই সবাই অলৌকিক অর্থাৎ তারা কিছু কিছু বিশেষত্বের কারণে বিশেষ আত্মা । বিশেষত্বের অলৌকিকতা আছে তাই বাপদাদার বাচ্চাদের উপরে গর্ব অনুভব হয় , সবাই হল বিশেষ আত্মা । এমনভাবেই নিজেকে এই অলৌকিক জন্মের , অলৌকিকতার , রূহানীয়তের , মাস্টার সর্বশক্তিমানের নেশা নিজের মধ্যে অনুভব করো কি ? এই নেশা সর্ব প্রকারের দুর্বলতাকে সমাপ্ত করে দেয়। তো সদাকালের জন্যে সর্ব দুর্বলতা গুলি বিদায় দেওয়ার মুখ্য সাধন হল , সদা স্বয়ংকে আর সর্বকে সঙ্গমযুগী বিশেষ আত্মা রূপের বিশেষ পার্টের অভিনন্দন জানাও। যেমন কোনো বিশেষ দিনে কোনো বিশেষ কাজে কি করো ? অভিনন্দন জানাও , একে অপরকে অভিনন্দন জানাও। তো সম্পূর্ণ কল্পে সঙ্গমযুগের প্রতিদিন হল বিশেষ দিন আর তোমরা হলে বিশেষ যুগের বিশেষ পার্টধারী তাই তোমাদের বিশেষ আত্মাদের প্রতিটি কর্ম হল অলৌকিক অর্থাৎ বিশেষ। তো সর্বদা নিজেদের মধ্যে একে অপরকে অভিনন্দন জানাও আর স্বয়ংকেও অভিনন্দন জানাও । যেখানে অভিনন্দন জানানো হবে সেখানে বিদায় হয়েই যাবে। তো এই ডবল বিদেশীদের মিলন মূহুর্তের সারাংশটি স্মরণে রাখো - " সদা অভিনন্দনের দ্বারা বিদায় দিও । " এখানে এসেছ বিদায় দিয়ে অভিনন্দনের সম্মেলনে তাই " বিদায় এবং অভিনন্দন " এই দুটি শব্দ মনে রাখবে। বিদায় দিতে হবে , নয় , বিদায় দিয়েছি। বরদান ভূমিতে আসা অর্থাৎ সদাকালের জন্যে দুর্বলতাকে বিদায় দেওয়া । রাবণের তো জ্বালাও কিন্তু রাবণের বংশধারী নিজের দাঁও লাগায়। যেমন তোমাদের সাকারী দুনিয়ায় কোনো বৃহৎ প্রপার্টি সম্পন্ন ব্যক্তি দেহ ত্যাগ করলে তার অজানা আত্মীয় এসে উদয় হয়। তেমনই রাবণকেতো মেরে ফেলো কিন্তু রাবণের বংশ যেই অধিকার দাবী করতে সামনে এসে পড়ে , সেই বংশকে বিনাশ করতে গিয়ে কখনও দুর্বল হয়ে যাও। যেমন কাম , ক্রোধ , লোভ , মোহ , অহংকার এদের বংশ অর্থাৎ অংশ বড় রয়্যাল রূপে আপন করে নেয়। যথা লোভের অংশ হল - প্রয়োজনীয়তা। লোভ নেই কিন্তু প্রয়োজন রয়েছে । প্রয়োজনের সীমা আছে কিন্তু প্রয়োজন যদি বেহদের হয় তবে লোভের অংশ হয়ে যায়।

তেমনভাবেই কাম বিকার নেই , সদা ব্রহ্মচারী কিন্তু কোনো আত্মার প্রতি বিশেষ দুর্বলতা থাকলে তাকে বলা হয় রয়্যাল রূপের স্নেহ । কিন্তু অতিরিক্ত স্নেহ অর্থাৎ কাম বিকারের অংশ । স্নেহ থাকা রাইট কিন্তু 'অতিরিক্ত 'হল অংশ।

সেইরকমই ক্রোধকেও হারিয়েছ কিন্তু কোনো আত্মার সংস্কার দেখে স্বয়ং জ্ঞান স্বরূপ স্থিতি থেকে নীচে নেমে যাও আর সেই আত্মাকে একটু উপেক্ষা করার চেষ্টা করো কারণ তাকে দেখে তার সম্পর্কে থেকে স্থিতি নীচে উপরে হয় তাই স্বভাব দেখে উপেক্ষা করা , এইটিও হল ঘৃণা অর্থাৎ ক্রোধেরই অংশ । যেমন ক্রোধের জ্বালায় দূরত্ব আসে সেইরকম সুক্ষ্ম ঘৃণার ভাবও ক্রোধ অগ্নির

সমান , দূরত্ব নির্মাণ করে। এর রয়্যাল শব্দ হল - নিজের অবস্থা খারাপ না করে উপেক্ষা করা ভাল। ডিট্যাচ (নির্লিপ্ত) থাকা আর উপেক্ষা করা এই দুটি-ই হল পৃথক বস্তু । প্রিয় বা লাভলী হয়ে নির্লিপ্ত বা ডিট্যাচ স্থিতিতে অবস্থান করাটাই সঠিক স্থিতি । কিন্তু সুক্ষ্ম ঘৃণা ভাব - " যে এইজন এমনই , কখনোই বদলাবেনা । " এইরূপ তাকে সুক্ষ্ম রূপে শাপিত করাই হল। সেফ থাকো কিন্তু তার বিষয়ে কোনো ফাইনাল সার্টিফিকেট দিও না। এইভাবেই বিশেষত্ব দেখে , সর্বদা সর্বজনের প্রতি শ্রেষ্ঠ ভাবনা এবং শ্রেষ্ঠ কামনার ভাব রেখে এই অংশটিকেও বিদায় দাও। নিজের শ্রেষ্ঠ ভাবনা এবং শ্রেষ্ঠ কামনার ভাবনা কখনও ছেড়ে দিওনা , নিজের রক্ষা করতে অন্য আত্মাদের অপদস্থ করে নিজের রক্ষা কোরোনা । এই ঘৃণার ভাব অর্থাৎ অপদস্থ করা। অন্যকে অপদস্থ করে নিজেকে সেফ করা - এইটি ব্রাহ্মণদের বিশেষত্ব নয়। নিজেকেও রক্ষা করো অন্যদেরও রক্ষা করো।

একে বলা হয় - বিশেষ হওয়া এবং বিশেষত্ব দেখা। এই ছোট ছোট কথা সময়ান্তরে দুটি স্বরূপে পরিণত হয় - এক হল নিরাশ মন আর দ্বিতীয় হল কেয়ারলেস । তাই এখন রাবণের অংশটিকে সদাকালের জন্যে বিদায় করতে এই দুটি রূপকে বিদায় জানাও। আর সর্বদা নিজের মধ্যে বাবার দ্বারা প্রাপ্ত বিশেষত্বকে দেখো । আমার বিশেষত্ব নয় বাবা প্রদত্ত বিশেষত্ব । আমার বিশেষত্ব চিন্তা করলেই অহংকারের অংশ এসে পড়বে। আমার বিশেষত্ব টি কোনো কাজে নেওয়া হয়না , আমার বিশেষত্ব কেউ জানেনা। 'আমার' শব্দটি এল কোথা থেকে ? বিশেষ জন্মের উপহার হল - বিশেষত্বের প্রাপ্তি । তো জন্মদাতা দ্বারা প্রদত্ত এই বিশেষ উপহার - ' আমার' বলা যায় কি ? আমার বিশেষত্ব , আমার নেচার , আমার হৃদয় এই কথাই বলে , আমার মন এই কাজ করে , এইসবই শুধুই আমার নয় বরং সবই হল চিন্তা । তোমরা বলো কিনা - ওয়ারি , হারি , কারি (worry, hurry, carry) । বুঝলে - এই অংশ টুকুও শেষ করো এবং সর্বদা বাবা প্রদত্ত নিজের বিশেষত্ব এবং সর্বজনের বিশেষত্ব দেখো অর্থাৎ সদা স্বয়ংকে ও সর্বকে অভিনন্দন জানাও । সবার অংশ বুঝেছ তো ? এখন মোহের অংশটি কি ? নষ্টোমোহা হয়েছ কি ?

আচ্ছা - মোহের রয়্যাল রূপ হল কোনও বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষ ভাল লাগা , এই বস্তু গুলি ভাল লাগে , মোহ নেই কিন্তু ভাল লাগে। যদি কোনও বস্তু বা ব্যক্তি ভাল লাগে তবে সবকিছুই ভাল লাগা উচিত - তালি দেওয়া পোশাকও ভাল তো দামী পোশাকও ভাল। ৩৬ ব্যঞ্জনও ভাল শুকনো রুটি এবং গুড় খেতেও ভাল। প্রতিটি বস্তু ভাল প্রত্যেক ব্যক্তি ভাল। এমন নয় - এইটা বেশী ভাল ! এই বস্তুটি বেশী ভাল লাগে , এইরকম ভেবে কাজে লাগিয়োনা । ওষুধকে ওষুধ ভেবে খাও । কিন্তু ভাল লাগে তাই খাও , এমন নয়। ভাল অর্থাৎ আকৃষ্ট হবে। তো এই হল মোহের অংশ । খাও - দাও , আনন্দ করো কিন্তু অংশগুলি বিদায় দিয়ে ডিট্যাচ হয়ে প্রয়োগ করায় প্রিয় স্বরূপ হও। বুঝলে।

বাপদাদার ভান্ডারা থেকে স্বত:ই নিয়ম অনুরূপ সর্ব প্রাপ্তির সাধন তৈরী আছে , খুব খাও কিন্তু বাবার সাথে খাও , আলাদা হয়ে নয়। বাবার সঙ্গে খাওয়াদাওয়া , বাবার সঙ্গে আনন্দ মজা তাহলেই স্বত:ই সর্বদা মর্যাদার সীমারেখার ভেতরে অশোক বাটিকায় থাকবে। যেখানে রাবণের অংশ আসতে পারবেনা । খাও-দাও , আনন্দ করো কিন্তু সীমারেখার ভেতরে বাবার সঙ্গে । তাহলে কোনো কথাই

মুশকিল লাগবেনা । প্রতিটা কথায় মনোরঞ্জন অনুভব হবে। বুঝলে কি করবে? সদা মনোরঞ্জন করো।

আচ্ছা - ডবল বিদেশী সদা মনোরঞ্জনের বিধি বুঝতে পেরেছে ? মুশকিল অনুভব হয়না তো ? বাবার সঙ্গে বসে যাও তো কোনো মুশকিল নেই , প্রতিটি মূহুর্ত আনন্দ অনুভব হবে। প্রতি মূহুর্ত স্বয়ং এবং সর্বের জন্যে অভিনন্দনের কথাই বলবে। তাহলে বিদায় দিয়েই যাবে তো ? সঙ্গে নিয়ে যাবেনা তো ? এই সমস্ত সর্ব অংশের বিদায় দিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে যেও। সবাই তৈরী তো - সবাই হল ডবল বিদেশী। আচ্ছা - বাপদাদাও সদাকালের বিদায় দিতে পারে এমন বাচ্চাদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন । পদমগুণ অভিনন্দন । আচ্ছা ।

এমন সদা মনমনাভব অর্থাৎ মনোরঞ্জন অনুভবকারী , সর্বদা এক বাবাতেই সম্পূর্ণ সংসার অনুভবকারী , বিশেষত্ব দর্শনকারী বিশেষ আত্মাদের বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং নমস্কার ।

সেবাধারীদের *সঙ্গে*
সেবাধারীরা মধুবনে কি উপহার পেয়েছে ? প্রত্যক্ষফল পেয়েছে আর ভবিষ্যতের প্রালব্ধও জমা হয়েছে। তো ডবল উপহার প্রাপ্ত করেছে। খুশীর অনুভূতি হয়েছে, নিরন্তর যোগের অভ্যাসীও হয়েছে , এই প্রত্যক্ষফল প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু এরসঙ্গে ভবিষ্যতের প্রালব্ধও জমা হয়েছে। তো ডবল চান্স পেয়েছে। এখানে থেকে সহজযোগী , কর্মযোগী , নিরন্তর যোগীর অভ্যাস হয়েছে। এই সংস্কার এখন এমন পাকা করে যাও যে সেখানেও এমনই সংস্কার যেন থাকে। যেমন পুরানো সংস্কার না চাইতেও কর্মে পরিলক্ষিত হয় তেমনই এই সংস্কারও পাকা করো। ফলে সংস্কারের কারণে এই অভ্যেস চলতেই থাকবে। তাহলে মায়ার বিঘ্ন আসবেনা কেননা সংস্কার এমন হয়েছে তাইজন্য এই সংস্কার গুলি আন্ডারলাইন করতে থাকবে। ফ্রেস করতে থাকবে। এখানে থেকেও নির্বিঘ্ন রয়েছ , কোনো বিঘ্ন এসেছে কি ? নিজেদের মধ্যে মনের দিক থেকেও কোনো টক্কর ইত্যাদি হয়নি তো ? সংগঠনে পৃথক হওয়া সত্বেও " সী ফাদার" করেছ নাকি " সী ব্রাদার সিস্টার " করেছ । যে সর্বদা সী ফাদার করে থাকে , তারা হল বাপদাদার খুব কাছের সন্তান । আর যারা সী ফাদারের সঙ্গে - সী সিস্টার ব্রাদার করে তারা কাছের সন্তান নয় , দূরের। তাহলে তোমরা সবাই কে ? কাছের সন্তান তো ? তাহলে সদা এই স্মৃতিতেই চলতে থাকো। বাইরে থেকেও এই পাঠ-টি পাকা কোরো - "সী ফাদার বা ফলো ফাদার " , ফলো ফাদার যারা করে তারা কখনও কোনো পরিস্থিতিতে টলমল হবেনা কারণ ফাদার কখনও টলমল হয়নি কিনা। তো সী ফাদার করে যারা অচল , অটল , একরস থাকবে। আচ্ছা - সব আশা পূর্ণ হয়েছে তো ? সবাই নিজের পার্ট ভাল মতন প্লে করেছে। ভাল পার্ট প্লে করার প্রমাণ হল প্রতি বছর নিজের থেকে নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হবে। এই হল প্র্যাক্টিকাল স্মারকচিহ্ন তৈরী করা। ঐ স্মারকচিহ্ন তো তৈরী হবেই কিন্তু এখনও নির্মিত হয়ে যায়। কেউ ভাল সেবা করলে সবার মুখে একটাই কথা থাকে যে তাকেই ডাকো। তো এমন প্রমাণ দেওয়া উচিত - যে সেবাধারী থেকে সদাকালের সেবাধারী হও , সবাই যেন বলে এই আত্মাকে এখানেই রেখে নাও। আচ্ছা ।

মধুবন নিবাসীদের সঙ্গে

মধুবন নিবাসী হলই সর্ব প্রাপ্তি স্বরূপ কেননা মধুবনের মহিমা , মধুবনের বিশেষ পড়াশোনা , মধুবনের বিশেষ সঙ্গ , মধুবনের বিশেষ বায়ুমন্ডল সব তোমাদের প্রাপ্ত রয়েছে। মধুবনে বাইরে থেকে এসে সবাই নিজের সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে , আর তোমরা তো এখানেই বসে রয়েছ। শরীর থেকেও বাপদাদার সদা সঙ্গে রয়েছ কেননা মধুবনে সবাই বাবার সঙ্গ অনুভব সাকার রূপেই করে। তো শরীর থেকেও সাথে অর্থাৎ সাকারেও সাথে আর আত্মা তো রয়েছেই বাবার সঙ্গে ।

তাহলে ডবল সঙ্গ হয়ে গেল তাইনা ? সর্বপ্রকারের খন্ডে বসে রয়েছ। তো সর্ব খন্ডের মালিক হয়েছ কিনা। মধুবনবাসীদের মনে প্রতিটি সেকেন্ড , প্রতিটি শ্বাসে-প্রশ্বাসে যেন এই গান-ই বাজে যে যাহা পাওনা ছিল তাহা পাওয়া হয়েছে , অপ্রাপ্ত কোনো বস্তু নেই এই ভান্ডারে । মধুবনবাসীরা সর্বদা ফ্রেস খাবার খায়। যে সর্বদা ফ্রেস খাবার খাবে , সে কত হেল্দী থাকবে। তোমরা সবাই হলে বরদানী আত্মা , সদা বাপদাদার পালনায় রয়েছ। বাইরের সবাইকে তো অন্য বায়ুমন্ডলে থাকতে হয় তাই তাদের বিশেষভাবে কিছু বরদান দিতে হয় , তোমরা তো বরদান ভূমিতেই বসে রয়েছ। বাইরের আত্মাদের এক বছরের জন্যে রিফ্রেসমেন্ট দরকার তাই তোমাদের এক একজনকে বাপদাদা কি বলবেন । তাদের বলা হয় লাইট-হাউস, মাইট-হাউস হয়ে থাকো। তোমাদেরও কি এইরকম বলতে হবে । বাইরের আত্মাদের এই কথাটির প্রয়োজন আছে কারণ এইটিই তাদের জন্যে পদ্মপুষ্প স্বরূপে ডিট্যাচ এবং লাভলী হয়ে থাকতে সাহায্য করে। এমনিতেও বাড়িতে কেউ এলে তার খেয়াল করতে হয়। তোমরা তো সদা-ই বাড়িতে রয়েছ। তাদের ডবল পার্ট প্লে করতে হয় তাই ডবল ফোর্স ভরতে হয় । তাদের জন্যে এই এক একটি শব্দ সংসার রূপী সমূদ্রে নৌকার কাজ দেয় আর তোমরা তো সংসার সমূদ্র থেকে বেরিয়ে জ্ঞান সাগরের মধ্যিখানে বসে রয়েছ। তোমাদের সংসার-টাই হল বাবা।

প্রশ্ন :- বাবাতেই সংসার , এই কথাটির ভাব কি ?

উত্তর :- এমনিতেও বুদ্ধি সংসারের দিকেই যায় তাইনা । সংসারে রয়েছে দুটি জিনিস - এক হল ব্যক্তি , আরেক হল বস্তু । বাবা হলেন সংসার অর্থাৎ সর্ব ব্যক্তির কাছে যা কিছু প্রাপ্তি আছে সেইসব একমাত্র বাবার থেকে। আর যে সমস্ত বস্তু থেকে তৃপ্তি হয় সেইসবও বাবার থেকে। তো সংসার হয়ে গেল কিনা। সম্বন্ধও বাবার সঙ্গে , সম্পর্কও বাবার সঙ্গে । ওঠা বসা বাবার সঙ্গে । তো বাবা-ই হলেন সংসার তাইনা । আচ্ছা ।

অস্ট্রেলিয়ার *পার্টির* *সঙ্গে*

আজ সবাই কি সঙ্কল্প করেছ ? সবাই মায়াকে বিদায় দিয়েছ কি ? যারা এখনও ভাবছে - তারা হাত তোলো। যদি এখনও বলছ যে ভাববে , তো এওতো কমজোর ফাউন্ডেশান হয়ে গেল। ভাবা অর্থাৎ কমজোরী । ব্রহ্মাকুমার কুমারীদের ধান্ধা হল মায়াজিত হওয়া আর মায়াজিত করা। তো নিজের নিজস্ব ধান্ধা সম্পর্কে কিছু ভাবতে হবে নাকি ! বলো হয়েই রয়েছে । যেমন দেখো গত বছরে দৃঢ় সংকল্পের ফলে অনেক জায়গায় সেবাকেন্দ্র খুলে গেছে তাইনা ! এখন কটা সেন্টার আছে ? ১৭ , তো যেমন সংকল্প করা হয়েছে পূর্ণ হয়েছে। তেমনভাবে মায়াজিত হওয়ার সংকল্প করো। বাপদাদা তো বাচ্চাদের সাহস দেখে বারবার অভিনন্দন জানাচ্ছেন । আগামী সময়ে সেবার

ক্ষেত্রে আরও বৃদ্ধি করবে। সবাই বাপদাদার মনের প্রিয় সন্তান তোমরা । বাপদাদাও তোমাদের সঙ্গ ছাড়া কিছুই করতে পারবেন না। তোমরা হলে অনেক - অনেক ভ্যালুয়েবল । আচ্ছা ।

বরদান :- যথার্থ স্মরণের দ্বারা সর্বশক্তি সম্পন্ন স্বরূপ শস্ত্রধারী , কর্মযোগী ভব।

ব্যাখ্যা :- যথার্থ স্মরণের অর্থ হল সর্ব শক্তিতে সদা সম্পন্ন থাকবে । পরিস্থিতি রূপী শত্রু আসে এবং শস্ত্র কাজে না লাগলে শস্ত্রধারী বলা যাবেনা। প্রতিটি কর্মে স্মরণ করলে সফলতা প্রাপ্ত হবে। যেমন কর্ম ছাড়া এক সেকেন্ডও থাকতে পারোনা তেমনই যে কোনো কর্ম যোগ ছাড়া করতে পারোনা তাই কর্মযোগী , শস্ত্রধারী হও আর সময় অনুসারে সর্ব শক্তিগুলি অর্ডার প্রমাণ ব্যবহার করো - তবেই বলা হবে যথার্থ যোগী।

শ্লোগান : যে আত্মাদের সংকল্প এবং কর্ম মহান সেই আত্মারাই হল সর্বশক্তিমান ।